আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে

উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশাহ রদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের
আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি ’হেরা’র গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে- এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন ’ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজাহ-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে ’হেরা’ গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওয়াহী আসলো। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বললো, ’পাঠ করুন’। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ [’’আমি বললাম, ’আমি পড়তে জানি না।] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ [অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, ’পাঠ করুন’। আমি বললামঃ আমি তো পড়তে জানি না।’ সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললোঃ ’পাঠ করুন’। আমি উত্তর দিলাম, ’আমি তো পড়তে জানি না।’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, ’’পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু’’- (সূরাহ্ ’আলাক্ব ৯৬/১-৩)। অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজাহ বিন্তু খুওয়ায়লিদের নিকট এসে বললেন, ’আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর’, ’আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর।’ তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হলো। তখন তিনি খাদীজাহ (রাঃ)-এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ্ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে খাদীজাহ (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল ইবনু ’আবদুল আসাদ ইবনু ’আবদুল ’উযযাহ’র নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে ’ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, ’হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।’ ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ’ভাতিজা! তুমি কী দেখ?’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাঁকে আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে।’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, [’তারা কি আমাকে বের করে দেবে?’] তিনি বললেন, ’হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (ওয়াহী) কিছু যিনিই নিয়ে

এসেছেন তাঁর সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব।’ এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। আর ওয়াহীর বিরতি ঘটে।
[সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

মুমিনদের মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রথম ওহী লাভ করেছিলেন, তা ছিল ঘুমে দেখা একটি সত্য স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে তিনি এমন কোন স্বপ্ন দেখেননি যা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি ভোরের আলোর মতো। তারপর তার কাছে নির্জনতা প্রিয় করে দেওয়া হল এবং তিনি হেরা গুহায় নিজেকে নির্জনে রাখতেন এবং তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক রাত সেখানে ইবাদত করতেন এবং এর জন্য তিনি তার সাথে খাবার নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি মুমিনদের মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ফিরে গেলেন এবং একই সংখ্যক রাতের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন, যতক্ষণ না তিনি হেরা গুহায় থাকাকালীন তাঁর কাছে সত্য আদেশ এসে পৌঁছাল। অতঃপর ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে এসে বললেন: পড়। তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি সুন্দর তেলাওয়াত করতে জানি না! তিনি বললেন: সে আমাকে জড়িয়ে চেপে ধরল যতক্ষণ না আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম এবং ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লাম, তারপর আমাকে ছেড়ে দিল। তিনি বললেন: পড়ো। আমি বললাম: ভালো তিলাওয়াত করতে জানি না! সে আমাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ঢেকে নিল যতক্ষণ না আমি ক্লান্ত ও পরিশ্রমী হয়ে পড়লাম, তারপর সে আমাকে ছেড়ে দিল। তিনি বললেন: পড়ো। আমি বললাম: ভালো তিলাওয়াত করতে জানি না। সে আমাকে নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ঢেকে নিল, তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল: পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত। [আল-আলাক:১-৩] তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতগুলোসহ ফিরে এলেন, মৃত্যুর ভয়ে তার হৃদয় কাঁপছিল। তিনি তাঁর স্ত্রী মুমিনদের মা খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন: আমাকে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দাও, কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দাও, তাই তারা তাকে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দিল যতক্ষণ না তার ভয় চলে গেল। তারপর সে খাদিজাকে বলল এবং তাকে খবরটা দিল আর সে বলল: আমি আমার নফসের উপর মৃত্যুর আশঙ্কা করেছিলাম। তাই খাদিজা বললেন: না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি পারিবারিক বন্ধন বজায় রাখেন, দুর্বলদের সাহায্য করেন যারা নিজেদের যত্ন নিতে পারে না এবং আপনি দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করেন। যেখানে আপনি মানুষকে এমন কিছু দেন যা তারা অন্যদের কাছে পায় না এবং আপনি অতিথিদের মেহমানদারি করেন এবং প্রয়োজনের সময় সাহায্য করেন। খাদিজা তাকে তার সাথে নিয়ে চললেন এবং তাকে ওয়ারাকা ইবনে নওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উজ্জার কাছে নিয়ে গেলেন, যিনি ছিলেন তার চাচাতো ভাই। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি জাহিলি (প্রাক-ইসলামিক) যুগ ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। তিনি ইঞ্জিল থেকে হিব্রুতে আল্লাহর ইচ্ছায় যা লিখার তা-ই লিখতেন। তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন যিনি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। খাদিজা তাকে বললেন: হে চাচাতো ভাই, তোমার ভাগ্নের কথা শোনো, তাই ওয়ারাকা তাকে বললেন: হে ভাগ্নে, তুমি কী দেখতে পাচ্ছ? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যা দেখেছিলেন তা বললেন। ওরাকা তাকে বললেন: ইনি হলেন জিব্রাইল, যাকে আল্লাহ তাঁর নবী মূসা (আলাইহিস সালাম) এর উপর নাযিল করেছিলেন। তোমার লোকেরা যখন তোমাকে বের করে দেবে, তখন আমি যদি যুবক হতাম! তিনি বললেন: তারা কি আমাকে বহিষ্কার করবে?! তিনি বললেন: হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো আর কেউ কখনও এমন কিছু নিয়ে আসেনি যার ফলে তাকে কষ্ট দেওয়া এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি আমি তোমার দিনটি দেখা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আমি তোমাকে দৃঢ় সমর্থন দিয়ে সমর্থন করব। এর কিছুদিন পরেই ওয়ারাকা মারা যান এবং কিছু সময়ের জন্য ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হয়।